তারাশঙ্করের

ধাত্রী দেবতা

পরিচালনায় • অগ্রগামী

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের নিবেদন

ডাক হরকরা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **অগ্রগামী**

কাহিনী ও গীত রচনা : **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : **সুধীন দাশগুপ্ত**

চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দযন্ত্রী : অবনী চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
বি, এন, শর্ম্মা (বম্বে ল্যাব)
সম্পাদনা : কালী রাহা
শিল্প নির্দ্দেশনা : সুধীর খান

ব্যবস্থাপনা : উপেন সুর, রমেশ গুপ্ত
বহির্দৃশ্য সজ্জা : প্রশান্ত ভট্টাচার্য রেণ্ট)
বাউল নৃত্য : শান্তিদেব ঘোষ
(শান্তি নিকেতন)
নৃত্য পরিচালনা : অনাদি প্রসাদ
রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী

সহকারীবৃন্দ :—

পরিচালনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
চিত্রশিল্পে : সোনা মুখার্জি
দিলীপ মুখার্জি
শঙ্কর গুহ
বৈদ্যনাথ বসাক

শব্দযন্ত্রে : কুমারম্, শৈলেন পাল,
ধীরেন কুণ্ডু
সম্পাদনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
দৃশ্যাঙ্কনে : জগবন্ধু সাউ
সঙ্গীতে : অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রশান্ত চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সমর সরকার, দুর্গা ভকত, মহেন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স ; গোয়ালপাড়া, সিয়েন ও রামনগরের গ্রামবাসীবৃন্দ, শ্রীগোপাল রাইস মিল।

স্থিরচিত্র : **ক্যাপস্**

ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া—জি, কে, শব্দযন্ত্রে ও
ন্যাশন্যাল সাউণ্ড স্টুডিও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত
পরিবেশনায়—**ডি-লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস লিঃ**

কাহিনী

গ্রামের সহজ সরল চাষী অচ্যুত দীনবন্ধু দাস—কর্মে ও চিন্তায় ভারতের মাটির মানুষ। তার জল-বাতাসের সঙ্গে তার বিচিত্র জীবন দর্শনের গভীর বিশ্বাসই তার জীবনের মূলধন ; সে যেন এই বিচিত্র জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতীক। দুঃখে তার যখন বুক ভেঙ্গে যায়—তখনও সে তার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে প্রশ্ন করে—"আমি ব'সে আছি তোমার শেষ বিচারের আশায়।"

এই সংঘাতময় জগতে যে চিন্তাধারা প্রতিদিন নানা বিবর্তনের মধ্যে ফুটে উঠছে—সেই বিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দীনু। সুখ দুঃখ ভালো মন্দের আঘাত সংঘাতের মধ্যে দিয়েই রূপ নিচ্ছে নতুন দিনের নতুন মানুষের জীবন। এখানে সকল দেশের সকল মানুষের রূপ এক। তবুও দেশভেদে এই ভালোমন্দ প্রকাশের একটি বিশেষ রূপায়ন আছে।

ডাক হরকরার চাকরী নেবার দিন এদেশের অক্ষর পরিচয়হীন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ দীনু কথাটি যেন অকস্মাৎ প্রকাশ ক'রে বলছে "সব বেচে সবাই খায়, ধরম বেচে কেউ খায় না—খেতে নাই, আমিও তা খাব না।" সেদিন সে জানতো না এ সত্যের কোন মূল্য মানুষকে দিতে হয়। সেদিন দীনু জানতো না এ সত্যের মূল্য যাচাই করবার জন্যে নির্মম প্রশ্নের মত তার সামনে দাঁড়াবে—তারই একমাত্র প্রিয় পুত্র নিতাইচরণ। সে প্রশ্নকে রক্তে মাংসে স্বভাবে দাবীতে গ'ড়ে তুলেছে সে নিজেই। পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়ম

এই। তাই জমির সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধনে বাঁধা দীনু রাত্রিকে দিন ক'রে খেটে জমি কেনে কিন্তু নতুন কালের হাতছানিতে দীনুর সঙ্গে নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা ছেলে নিতাই সে জমিকে ভালবাসে না—চাষ করতে চায় না। তার সখ মটর-ড্রাইভার হবার। গ্রামে এক ট্যাক্সি ধোয় মোছা, করতে গিয়ে তার বাঁধনে বাঁধা পড়ে, সে মোটর হাঁকিয়ে ছুটতে চায়

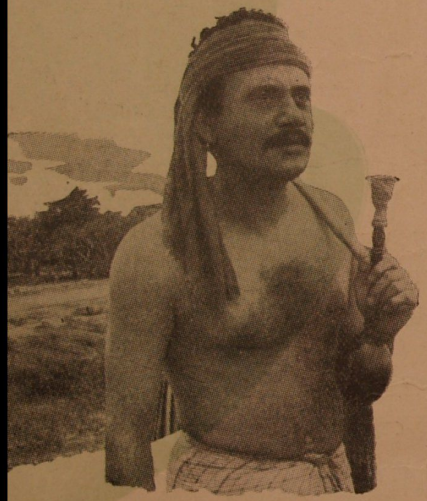

বাপ বলে—"চাষীর ছেলে ডেরাইবর হলে জাত যায়, ধরম যায়।" নিতাই বোঝে না একথার গভীরতা। "ধরম" শব্দটাই তার কানে বেখাপ্পা লাগে। মা বাপকে ঘিরে একটি সুখী পরিবারের স্বপ্ন তাকে আটকে রাখতে পারে না। সে চায় শুধু সুখ, শুধু প্রাচুর্য; যে কোন উপায়ে সে তা পাবে। দীনু তার জীবনে ধর্মের জন্য যা কিছু আকাঙ্খা দমন ক'রে রেখেছে তারই নিষ্ঠুর প্রকাশ নিতাই-এর মধ্যে। পিতৃত্ব ও পাপ-পুণ্যবোধের বিশ্বাসে বাঁধে সংঘর্ষ সে সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত দীনু খুঁজে বেড়ায় নতুন পথ—ভেবে পায় না চিরকালের সত্যনিষ্ঠা, ধর্মভীরুতা বা পাপপুণ্য-বোধের মানবীয় সৌন্দর্যকে নতুন যুগ-সচেতনতায় কেন স্থান দেওয়া যাবে না।

যুগ-সন্ধিক্ষণের এই প্রসববেদনা জেগেছে গ্রামের এক অতি সাধারণ মানুষের মনে। সে স্বপ্ন দেখছে ভাবী কালের চিন্তার নব-জাতককে— ভাবছে কেমন করে তাকে বরণ ক'রে নেবে তার নিজের ঘরে।

"ডাক হরকরা", তাই নিছক গল্প নয়—এ যেন চিরন্তন ভারতের একটুকরো ইতিহাস। নতুন যুগ জিজ্ঞাসা করছে পুরাতন যুগ-তপস্যাকে—তোমার মূল্য কি ?—নানান খেয়াঘাটে মাশুল দিয়ে পুঁজি ফুরিবে শেষ খেয়ার ধারে দাঁড়িয়ে পুরাতন যুগ-তপস্যা দিয়ে যায় তারই উত্তর।

গান

(১)

ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়
আমি ব'সে আছি রাজ-কাছারীর দেউড়ীতে হে
শেষ বিচারের আশায়।
চোখের জলই পাওনা কি হায়
হায় জীবনের বেচা-কেনার পেশায়।
শুনবো ব'লে ব'সে আছি শেষ বিচারের আশায়।
কি যে আমার পাওনা-দেনা
তুমি ছাড়া কেউ জানে না
অপর জনে তা মানে না
ডিক্রী নিয়ে শাসায়
খেয়া ঘাটের পারে পারে
মাস্থল দিয়ে বারে বারে
শেষ খেয়ারি ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়
না থাকিলে পাওনা বলো অকূলে কূল ভাষায়—
অথৈ পাথার সর্বনাশায়॥

(২)

লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে রাজা হ'লে মথুরাতে
বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে বধূ হলে দণ্ড দাতা!
এখন কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড না দিলে
মান থাকে কোথা।
ও-বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হ'লে হায় বিধাতা।
কাঁদে তোমার বাঁশী চূড়া তোমার নূপুর পীত ধড়া
তমাল তলে কাঁদে বধূ আমার হৃদয় আসন পাতা
ঐ মণিমালার ছটায় লাজে
হয় না আমার মালা গাঁথা।
এখন আমি নালিশ করি মাখন চুরি বসন চুরি
শেষে মন অপহরি ফেরারী চোর গেলে কোথা।
বেঁধে এনে বিচার করো
রাজা হে শুনবো নাক ছুতো নাতা॥

(৩)

চোখে ছটা লাগিল তোর আয়না-বসা চুড়িতে
ঝিকিমিকি ঝিনিক নাচে হাতের ঘুরিফিরিতে—
মরি মরি বলিহারি চোখে যে আর সইতে নারি
আমার বুকের ঘরে সিঁদ পড়িল
তোমার চুড়ির ছুরিতে॥
হায় হায় আমি যদি হতেম চুড়ি
কাঞ্চন নয় কাঁচ-বেলোয়ারী
থাকতেম ঐ হাতটি বেড়ী জেবন সফল করিতে
হায় হায় থাকিত না কোন খেদ মরিতে।

রিনিঠিনি রিনিঠিনি
চুড়ি আবার তোলে ধ্বনি
আমার প্রাণের ব্যায়লা বাজে
তোমার চুড়ির ছড়িতে—
পরাণ আমার চায় সখি ওই
হাতেই বাঁধা পড়িতে।

(৪)

'কাঁচের চুড়ির ছটা ছেঁয়া বাজীর ছলনা
আগুনেতে ছটা নাকি ছটায় আগুন বলনা!
ছটায় কি ফুল ফোটে
পরাণ-পিদিম জ্ব'লে কি ওঠে
মনের পাখা গজাইলে হায় কাঁচের ছটায় ভুলো না!
চুড়িতে হায় নাইক ছটা—ছটা আছে আগুনে
আগুন আমার নাচে দেখো চুড়িতে নয় নয়নে
সেই আগুনে ঝাঁপ দাও
মনের পাখা পুড়িয়ে নাও—
চুড়ি?
চুড়ি প'রে চুড়ি ভেঙ্গে খেলি আমি খেলনা!

(৫)

আমার মনের রঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হায় সে জল পাতা নিলে না!
টলোমলো টলোমলো
হায় সখি সে পড়ে যে লো
ও হায় চোখের জলের মুক্তো ছটা
মাটির বুকে ঝলেনা—
মাটি হ'লে গলে মন মাণিক হলে গলে না।
চোখের জলে মিশিয়েছিলেম
মনের রঙের ফোঁটা হে
টলোমলো অঙ্গে তাহার টকটকে লাল ছটা হে!
লাল ছটা সে ঝলোমলো
তোমার কাজে লাজে ম'লো
ও সে নদীর জলে হারিয়ে গেলো
হারালে আর মেলে না॥

(৬)

যে রং তোমার মিশে গেলো নীল যমুনার জলে হে
সে রং গিয়ে লেগেছে যে লাল শালুকের ফুলে হে!
সেই শালুকে মন মানিয়ো
সকল দুখ পাসরিও
খালি মনের সিঁদুর-কৌটো তাও দিয়ো ফেলে হে
নিত্যি নতুন ফুটবে শালুক বাসি ঝরে গেলে হে।

(৭)

মনরে আমার হায় শুনলি না বারণ—
সোণার হরিণ ধ'রতে গেলি
ঘরে হলো সীতা হরণ!
রসের সুতোয় ফাঁদ পাতিলি
নিজেই নিজে ধরা দিলি;
ও তুই জীবন-সুতোয় বুনলি যে ফাঁদ,
সেই ফাঁদেতেই হল মরণ।
অনেক হিসেব কোরে রে মন পেতেছিলি ফাঁদ,
ভেবেছিলি আকাশ থেকে আসবে নেমে চাঁদ।
মেঘের মাঝে চাঁদ হারালি
আপন ফাঁদে তুই জড়ালি
এখন ফাঁদ কেটে হ' প্রজাপতি,
নইলে তো আর নাই বাঁচন॥

(৮)

রচনা—অজ্ঞাত

জাত গেলো পেট ভরলো না গো
ও গো নাগরী
আমায় দেখা দিয়ে সদয় হয়ে
লুকালে গৌর হরি।
এ দুখ বলবো কার কাছে
আমি ম'লাম জল হিঁছে
পাঁক কেটে ফাঁক ক'রে গেলো গৌর লম্পটে
ঢাকবে যে জল জগতের মাঝে
হাত দিয়ে ঢাকতে নারি।
এ-তো উচিত নয়কো তার
গলেতে আমার আপন হাতে
গেঁথে দিলো কলঙ্কেরি হার
এখন মান অপমান সমান কোরে
গৌর মন্ত্র জপ করি॥

★

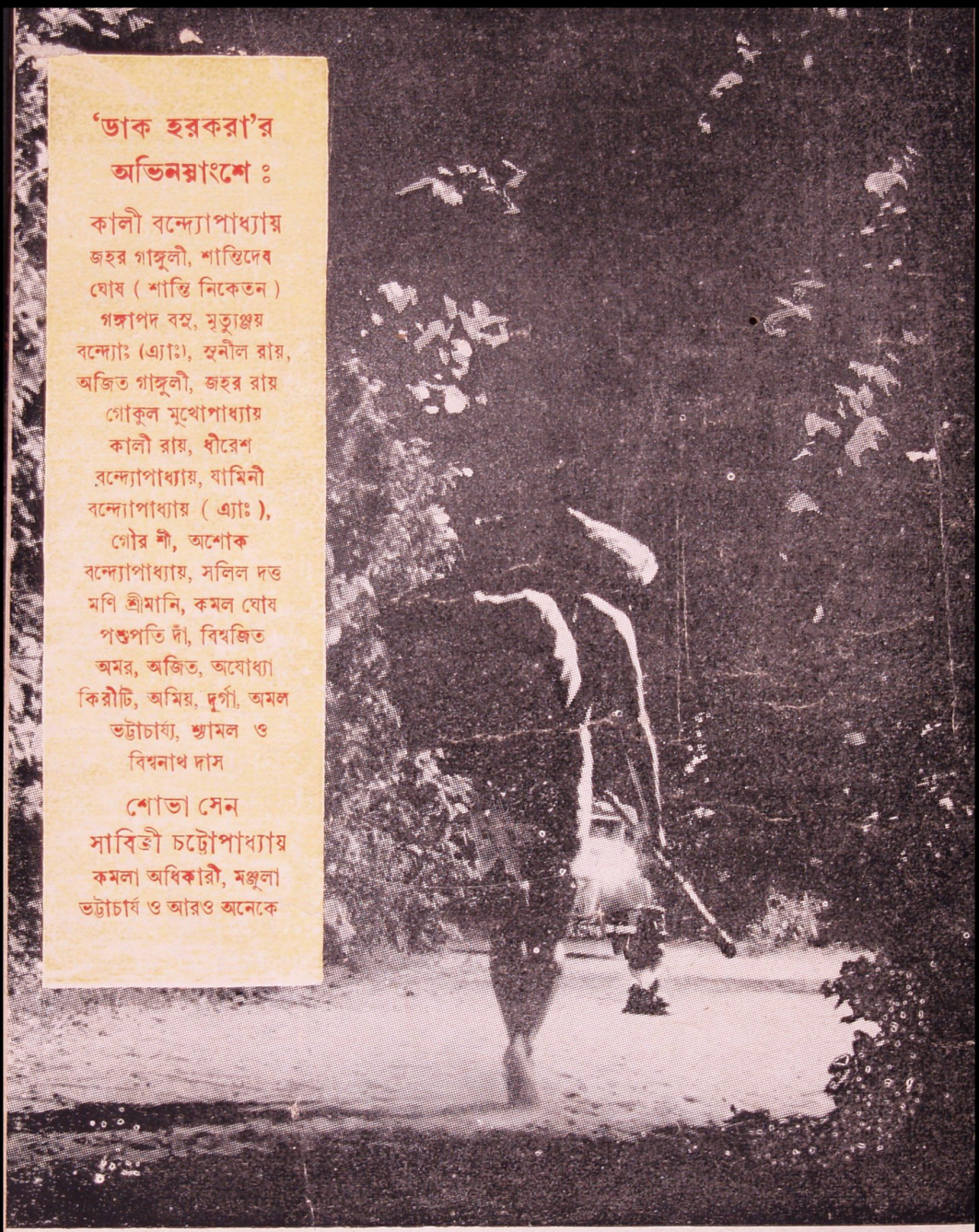

'ডাক হরকরা'র অভিনয়াংশে ঃ

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
জহর গাঙ্গুলী, শান্তিদেব ঘোষ (শান্তি নিকেতন) গঙ্গাপদ বসু, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ), সুনীল রায়, অজিত গাঙ্গুলী, জহর রায় গোকুল মুখোপাধ্যায় কালী রায়, ধীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), গৌর শী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল দত্ত মণি শ্রীমানি, কমল ঘোষ পশুপতি দাঁ, বিশ্বজিত অমর, অজিত, অযোধ্যা কিরীটি, অমিয়, দুর্গা, অমল ভট্টাচার্য্য, শ্যামল ও বিশ্বনাথ দাস

শোভা সেন
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
কমলা অধিকারী, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট-১৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।